দৈনিক
ইত্তেফাক

20 MAR 2003

চবির ৫টি বাস ভাংচুর ॥ ১৩ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা ॥ পরিস্থিতির অবনতির আশংকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের পর উভয় সংগঠন লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থার আশংকা করা হচ্ছে। অবরোধ ও ধর্মঘট চলাকালে ছাত্রলীগ সমর্থকরা গতকাল বুধবার নগরীর জিইসি এলাকায় ৫টি শিক্ষক বাস ভাংচুর করে। ছাত্রলীগের বাধার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়মুখী শাটল ট্রেন চলতে পারেনি। সকালে প্রথম শাটল ট্রেনটি (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

চবির ৫টি বাস

(শেষ পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে চট্টগ্রাম ষ্টেশন ছেড়ে কদমতলী এলাকায় পৌঁছলে ছাত্রলীগ কর্মীরা ট্রেন চালককে অপহরণ করে। সকাল ১০টার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কড়া পুলিশ পাহারায় সীমিত সংখ্যক শিক্ষক বাস চলাচল করেছে। চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শাটল ট্রেন চলাচল করতে না পারায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা বিড়ম্বনার শিকার হয়। জানা যায়, ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি শিক্ষক বাস ভাংচুর করেছে এবং অপর দুটি বাসের চাবি ছিনিয়ে নিয়েছে।

অন্যদিকে, শিবির কর্মীরাও তাদের ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে ক্যাম্পাসে সমাবেশ করেছে। শিবির গতকাল এক প্রতিনিধি সভায় আজ বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ পালন করার ঘোষণা দিয়েছে। মঙ্গলবারের সংঘর্ষের ঘটনায় শিবির ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজী মাজহারুল ইসলামসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে হাটহাজারী থানায় মামলা দায়ের করেছে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী মাজহারুল ইসলাম বলেছেন, ছাত্রলীগের মিছিলের উপর হামলাকারী শিবির কর্মীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অবরোধ চলবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সকল প্রকার দখলদারিত্বের অবসান ও ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছে।